ভ্রষ্ট

তেত্তিরিশ আর চৌতিরিশের মধ্যেখানের নদী
ঝুমতা হুয়া পেরিয়ে যাবার নৌকা হোতো যদি
বান্দা আমি সহজ জলে স্রোতের অনুকূলে
বৈধ বাঁশি বাজিয়ে যেতাম তমাল তরুমূলে।

কিন্তু জলে ঘুর্ণি ঢেউ হৃদয় খোঁড়ে চিল
রাত্রিভর বিষাদগান নিষাদ মোবাইল।

মাঝনদীতে সাহসী কোন্ এলোচুলের মেয়ে
সারা শরীর ভাঙতে থাকে সারা শরীর
বুকের ঘরে অন্ত তীর; জ্যোৎস্না খান্‌খান্
ডাঙায় সুখ, নাকি আমার জলেই বেশি টান ?

চৌতিরিশে মরমী জল জলের আহ্বান
'কিম্বা', 'যদি', 'তবুও' সব দ্বিধার আখ্যান
সরিয়ে দিয়ে জলের বুকে পাথর গুনে গুনে
অবৈধ প্রেম যত্নে লিখি নদীর কথা শুনে।

আত্মকথন

আমি তো উচ্ছন্নে যাই
সহজেই শর্তে বাঁধা পড়ি--
আমি জানি শারিরীক
মুগ্ধতার কী দাসত্ব করি.....

'যা কিছু রটনা হয়
অর্ধেক সার সত্য তার'
এরকম সহজ হিসেবে
এ পাপীর জুড়ি মেলা ভার ....

কে বলে ধর্মের কথা,
কে বলেছে 'মা ফলেষু' ... বল?
আমি লিখি অস্থিরতা,
আমি পাশ --- তুই গঙ্গাজল

আমি পুন্য স্নান করি।
তোকে দেখি -- ঢেউ ... বাতিঘর ....
জানি আমি গলগ্রহ
তবু তুই দয়ালু ঈশ্বর ।।

সুপ্রীয় ফনী